দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ...

ষাটোর্ধ ইংরেজী শিক্ষকদের চাকরির বয়স বাড়ানোর বিষয়টি ফাইলবন্দী

শরিফুজ্জামান পিন্টু

দেশের সাড়ে তিন শ' ষাটোর্ধ ইংরেজী শিক্ষকের চাকরির বয়স বাড়ানোর আবেদন দীর্ঘদিন শিক্ষা অধিদফতরে ফাইলবন্দী অবস্থায় পড়ে আছে। দেশের বেসরকারী স্কুল-কলেজে ইংরেজী শিক্ষকের স্বল্পতা ও সঙ্কট বিবেচনা করে '৯৫ সালে অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজী শিক্ষকদের চাকরির বয়স পাঁচ বছর বাড়িয়ে ৬৫ বছরে উন্নীত করার প্রজ্ঞাপন জারি হয়। এসব শিক্ষক সরকারী সুযোগ-সুবিধাও পেতে থাকেন।

বছরখানেক আগে এক মৌখিক আদেশে শিক্ষা অধিদফতর ষাটোর্ধ ইংরেজী শিক্ষকদের বয়স বাড়ানোর বিষয়টি স্থগিত রাখে। তখন থেকে ইংরেজী শিক্ষকরা অবসরে যাবার পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির সুপারিশ এবং শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদনসহ চাকরির মেয়াদ পাঁচ বছর বাড়ানোর আবেদন নিয়ে শিক্ষা অধিদফতরে ঘোরাঘুরি করছেন। ইতোমধ্যে এ ধরনের প্রায় সাড়ে তিন শ' আবেদন জমা পড়েছে বলে অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে।

ভুক্তভোগী শিক্ষকদের অভিযোগ– সরকারী আদেশ ছিল যে, চাকরির বয়স ষাট বছর পার হবার পর ইচ্ছা করলে ইংরেজী শিক্ষকরা আরও পাঁচ বছর একই আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে শিক্ষকতা করতে পারবেন। পুনরায় কোন আদেশ জারি না করে বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখায় তারা নানা ধরনের হয়রানির শিকার হচ্ছেন। মেয়াদ বাড়বে কি বাড়বে না এই অনিশ্চয়তায় তাঁরা দিন কাটাচ্ছেন। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে– যেহেতু এই আদেশের ফলে অসংখ্য ইংরেজী শিক্ষক ইতোপূর্বে অবসর গ্রহণের পর পাঁচ বছর চাকরির সুযোগ পেয়েছেন সেহেতু নতুন কোন আদেশ জারি হবার আগ পর্যন্ত তারাও এই সুবিধা পাবার যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত দাবিদার। এই যুক্তি দেখিয়ে আবেদন বিবেচনা করে তারা চাকরির বয়স পাঁচ বছর বাড়ানোর দাবি জানান।

শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. এটিএম শরীফ উল্লাহ জনকণ্ঠকে বলেন, বিগত সরকারের মৌখিক নির্দেশে অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজী শিক্ষকদের চাকরির বয়স পাঁচ বছর বাড়ানোর বিষয়টি স্থগিত হয়ে আছে। তিনি বলেন, যখন এই আদেশ জারি করা হয় তখন ইংরেজী শিক্ষকের সঙ্কট ছিল। কিন্তু এখন প্রচুর ফ্রেশ ও মেধাবী ইংরেজী শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া '৯৮ সাল থেকে ইংরেজীর যে নতুন সিলেবাস চালু হয়েছে তা পড়াতে পুরনো শিক্ষকদের অনেকেই অভ্যস্ত নন।

নতুন চালু করা কমিউনিকেটিভ মেথড অব টিচিং ইংলিশ পুরনোদের চেয়ে নতুনরাই ভাল পড়াতে পারে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। এক প্রশ্নের জবাবে ডিজি বলেন, প্রজ্ঞাপনটি স্থগিত করা হলেও বাতিল করা হয়নি। মন্ত্রণালয় পর্যায়ে অচিরেই সিদ্ধান্ত হবে বলে তিনি জানান।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, প্রজ্ঞাপনটি বাতিলও করা হয়নি আবার চালুও নেই। এই অবস্থা কাম্য নয়। এর ফলে ষাটোর্ধ ইংরেজী শিক্ষকরা অনিশ্চয়তায় পড়েছেন।

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের সমন্বয়কারী মোঃ সেলিম ভূইয়া বলেন, সম্পূর্ণ অবৈধ ও অনিয়মতান্ত্রিকভাবে বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। জোটের পক্ষ থেকে শিক্ষা সচিব ও মহাপরিচালকের কাছে আবেদনগুলো বিবেচনার অনুরোধ জানানো হলেও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি বলে তিনি জানান।

ফাইলবন্দী প্রায় সাড়ে তিন শ' ইংরেজী শিক্ষকের চাকরির বয়স বাড়ানোর আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য সেলিম ভূঁইয়া অনুরোধ করেন।